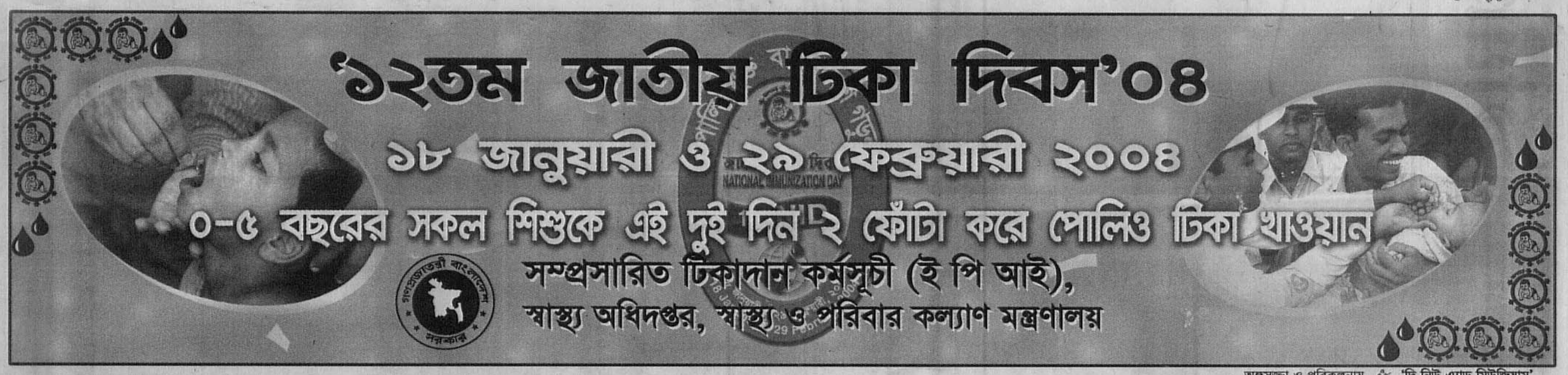

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় 'দি নিউ এ্যাড মিউজিয়াম'

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
০৫ মাঘ ১৪১০
১৮ জানুয়ারী ২০০৪

বাণী

বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত রাখার লক্ষ্যে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।
পোলিও রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির পাশাপাশি জাতীয় টিকা দিবস পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় টিকা দিবসের নির্ধারিত দু'দিন দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী দু'কোটিরও অধিক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। একটি শিশুও যেন পোলিও টিকা থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। দেশকে ভয়াবহ পোলিও রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় টিকা দিবসে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী, জাতীয় টিকা দিবস এবং বাংলাদেশে পোলিও নির্মূল অভিযান

ডাঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা
এবং লাইন ডাইরেক্টর, ইএসপি,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

'পোলিওমায়েলাইটিস', সংক্ষেপে পোলিও একটি মারাত্মক রোগ যা আক্রান্ত শিশুর বিভিন্ন অঙ্গকে অবশ করে পঙ্গু করে দেয়। পোলিও রোগে আক্রান্ত হলে শিশু সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায় এবং হয়ে পড়ে পরনির্ভরশীল বোঝাস্বরূপ।

পোলিও ভাইরাস খুবই সংক্রামক। সাধারণতঃ আক্রান্ত শিশুর মলের দ্বারা দূষিত পানীয়, খাবার বা অন্যান্য জিনিস পত্রের মাধ্যমে এই ভাইরাস সুস্থ্য ও অরক্ষিত শিশুর মুখ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে এবং অন্ত্রে গিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। পরবর্তীতে রক্ত প্রবাহের মধ্য দিয়ে দেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্পাইনাল কর্ডের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে দেয়, ফলে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশিগুলো স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না; থলথলে হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে অবশ হয়ে যায়। পোলিওতে সাধারণতঃ হাত বা পায়ের মাংসপেশী আক্রান্ত হওয়ার কারণে শিশু পঙ্গু হয়ে যায়। অন্যান্য রোগের কারণে অবশতার তুলনায় পোলিও রোগের অবশতা হঠাৎ শুরু হয় এবং চার/পাঁচ দিনের মধ্যেই শিশুর আক্রান্ত অঙ্গের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পায়। এ অবস্থাকে এ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস বা 'এএফপি' বলা হয়। যে সকল শিশুকে কখনও পোলিও টিকা খাওয়ানো হয় নি অথবা আংশিক টিকা খাওয়ানো হয়েছে, তারাও পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং সুস্থ শিশুর মধ্যে তা ছড়াতে পারে। কাজেই একটি শিশুও অরক্ষিত থাকলে আপনার শিশুটিও পোলিও সংক্রমণের সম্পূর্ণ ঝুকি মুক্ত নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) ১৯৮৫ সাল থেকে নিবিড় ভাবে প্রতিরোধযোগ্য ছয়টি (যক্ষা, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, হাম, পোলিও মায়েলাইটিস ও ধনুস্টংকার) এবং বর্তমানে সারাদেশে ক্রমান্বয়ে সংযোজিত হেপাটাইটিস-বি রোগের প্রতিষেধক টিকা দিয়ে আসছে। এই কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, শিশু মৃত্যু, অসুস্থতা এবং পংগুত্বের হার কমানো। গুটি বসন্তের ন্যায় পোলিও রোগও পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব, তাই এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক সাফল্যের উপর ভিত্তি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পোলিও নির্মূল অভিযানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কৌশল সমূহ অবলম্বন করে ঃ-

১। নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী জোরদার করার মাধ্যমে ১ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে নির্দিষ্ট বিরতিতে ৪ ডোজ পোলিও টিকা খাওয়ানো।

২। জাতীয় টিকা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে কমপক্ষে ৪ সপ্তাহের বিরতিতে পরপর ২ বার একই দিনে দেশের ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো।

৩। রোগ নিরীক্ষণের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি এএফপি (এ্যাকিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালইসিস) রোগী সনাক্ত করে পোলিও ভাইরাস এর বিস্তার বন্ধ করার জন্য পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

পোলিও রোগ নির্মূলের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গিকারাবদ্ধ বিধায়, ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশে এগারবার জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালের ২২শে আগস্টের পর থেকে তিন বছরের অধিক সময় বাংলাদেশ পোলিও মুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে পোলিও নির্মূল কর্মসূচীর এই অসাধারণ সাফল্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পোলিও মুক্ত এই অবস্থান ধরে রাখতে জাতীয় টিকাদিবস কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। এছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পোলিও সংক্রমণ অতিমাত্রায় থাকার কারণে বাংলাদেশে পোলিও সংক্রমণের নিরন্তর ঝুকি বিদ্যমান।

এমতাবস্থায় পোলিও মুক্ত অবস্থান বজায় রাখার লক্ষ্যে আগামী ১৮ জানুয়ারী ও ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ বাংলাদেশ সরকার সারাদেশ ব্যাপী '১২তম জাতীয় টিকাদিবস' পালন করতে যাচ্ছে। **'১২তম জাতীয় টিকা দিবস'-এর প্রথম রাউন্ড, ১৮ জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে এবং দ্বিতীয় রাউন্ড, ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে পোলিও টিকার সাথে এক থেকে পাঁচ বছরের সকল শিশুকে একটি করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।**

এই মহতী কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অপরাপর মন্ত্রণালয়, বেসরকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সর্বোপরি, **সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের পাশাপাশি প্রায় ছয় লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী এই কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকবেন। এ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং রইল সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।
আশা করি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় '১২তম জাতীয় টিকা দিবস' সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আমরা পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আরও একধাপ এগিয়ে যাব।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ পৌষ ১৪১০
১১ জানুয়ারি ২০০৪

বাণী

দেশকে পোলিওমুক্ত রাখার লক্ষ্য নিয়ে ১৮ জানুয়ারি ও ২৯ ফেব্রুয়ারি, নিবিড় দ্বাদশ জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ এখন পোলিওমুক্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

আমি আশা করি, দ্বাদশ জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ডের এ দু'দিনে পাঁচ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ তথা পোলিওমুক্ত বিশ্ব গড়তে সফল হবো। আমি এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

আমি দ্বাদশ জাতীয় টিকা দিবসের সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের বিদ্যমান পোলিওমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারী ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে নিবিড় দ্বাদশ জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালিত হচ্ছে।

পোলিও রোগ নির্মূলের আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত এগারবার সফলভাবে জাতীয় টিকা দিবস পালন করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জাতীয় টিকা দিবস পালনের মাধ্যমে গুটিবসন্ত নির্মূলের ন্যায় পোলিও রোগ নির্মূলেও আমরা সফলতা অর্জনে সফল হবো ইনশাল্লাহ।

পোলিও রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে জাতীয় টিকা দিবসে দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী দু' কোটিরও অধিক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। জাতীয় টিকা দিবস সার্বিকভাবে সফল করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ দেশের প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করছি।

দ্বাদশ জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ডে পাঁচ বছরের কম বয়সী একটি শিশুও যেন পোলিও টিকা নেয়া থেকে বাদ না পড়ে, সে লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আগামী দিনের শিশুদের পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত রেখে নিরাপদ সুন্দর জীবন নিশ্চিত করাই হোক জাতীয় টিকা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

আমি দ্বাদশ জাতীয় টিকা দিবসের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

(ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আগামী ১৮ জানুয়ারী ও ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখে ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালিত হবে। পোলিও রোগ নির্মূলে জাতীয় টিকা দিবস পালন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসে সফলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করতে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমন্ডলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার হিসেবে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় পোলিও টিকাদানের উচ্চহার অর্জন করার পাশাপাশি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে ১৯৯৫ সাল থেকে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে।
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী পোলিও রোগ নির্মূল করতে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে ওপিভি টিকাদানের হার কমপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগের উপরে অর্জন করা। এর সাথে জাতীয় টিকা দিবস পালন এবং এএফপি রোগী সনাক্ত করার জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর রোগ নিরীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এসকল পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, সমগ্র বিশ্ব থেকে পোলিও রোগ চিরতরে নির্মূলে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমার বিশ্বাস, সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১২ তম জাতীয় টিকা দিবস সর্বাঙ্গীন সফল হবে।

(মিজানুর রহমান সিনহা)

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মহান অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ১৯৯৫ সাল থেকে দেশে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পরপর এগারবার সফলভাবে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়েছে এবং এই কার্যক্রমের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। এবারের জাতীয় টিকা দিবসে যেন একটি শিশুও দেশের কোন গ্রাম বা শহরে পোলিও টিকার আওতার বাইরে না থাকে তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মী এবং একাজে নিবেদিত বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি সরকার আহবান জানাচ্ছে।
আগামী ১৮ জানুয়ারী ও ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ নিবিড় ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালিত হবে। জাতীয় টিকা দিবসের এই দিনে পাঁচ বছরের কম বয়সী দু'কোটির ও অধিক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে দেশব্যাপী এ বিশাল কার্যক্রম সফল করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এই কর্মসূচিকে সফল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবারের ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড কাঙ্খিত সফলতা বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পোলিও রোগ নির্মূল করার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পালনে সফলকাম হবে বলে আমি আশা করি।

(এ, এফ, এম সরওয়ার কামাল)

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জনসংখ্যা ভবন, আজিমপুর
ঢাকা- ১২০৫

বাণী

পোলিও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকী। দেশের প্রতিটি শিশুকে পোলিও মুক্ত রাখার লক্ষ্যে পোলিও টিকা খাওয়ানো বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। বাংলাদেশ পোলিও নির্মূল কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পোলিও খাওয়ানোর ফলে পোলিও রোগে আক্রান্তের হার বর্তমানে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। পোলিও খাওয়ানোর জন্য নিয়মিত ই পি আই কার্যক্রম পরিচালনাসহ জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হচ্ছে। এ সকল উদ্যোগ পোলিও নির্মূল এবং শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে অবদান রাখছে।
আগামী ১৮ জানুয়ারী ও ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে ১২তম জাতীয় টিকা দিবসে প্রতিটি শিশুকে পোলিও খাওয়ানো প্রতিটি মা-বাবা এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব। পোলিও টিকা খাওয়ালে আমাদের দেশে আর কোন শিশু পঙ্গু হবে না। মায়েরা পরিবার ছোট রাখতে আগ্রহী হবেন।
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, সমাজকর্মী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মিলিতভাবে ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড সফল করতে এগিয়ে আসবেন। আমার আন্তরিক বিশ্বাস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় টিকা দিবসের সফলতা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ছোট পরিবার গঠনে জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। একটি শিশুও যেন পোলিও টিকা খাওয়ানো কর্মসূচী থেকে বাদ না যায়- এ দায়িত্ব সচেতন সমাজ ও আমাদের।
আসুন আমরা পোলিও নির্মূল করি।

১২তম জাতীয় টিকা দিবস উদ্‌যাপন সফল হোক।

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে আগামী ১৮ জানুয়ারী ও ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখে ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালিত হতে যাচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) লক্ষ্য হলো এক বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ছয়টি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা দেয়া। পোলিও রোগ নির্মূলের কৌশল হলো নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় টিকা দিবস পালন করা। বিগত জাতীয় টিকা দিবসগুলোতে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৯০ ভাগের উপরে, যা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

এবারের ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ডে দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী দু'কোটির ও অধিক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ব্যাপক সংখ্যক শিশুদের একই দিনে টিকা খাওয়ানোর জন্য ছয় লাখ স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকা, ছাত্র/ছাত্রী, বয়-স্কাউট, গার্ল গাইডস, আনসার, ভিডিপি, ইমাম, এনজিও কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন জাতীয় টিকা দিবসে নিজ নিজ এলাকার টিকাদান কেন্দ্রে শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে সবাই হতে পারেন গর্বিত স্বেচ্ছাসেবী।
জাতীয় টিকা দিবসের সফলতার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা এবং সকলস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা।

আসুন, ১২তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ডে, এই মহতী কর্মকান্ডে সাড়া দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশুদের পোলিও রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার মানবিক দায়িত্ব পালনে আমরা সবাই একাত্ম হই। পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ুন এবং ইতিহাসের অংশীদার হউন।

(অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মীজানুর রহমান)

Sponsored by : World Health Organization (WHO) & Department for International Development (DFID), U.K.